রেল বার্তা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের ৬৫ জন কর্মী ২০১৭'র ডিসেম্বরে রেলওয়ে সার্ভিস থেকে অবসর নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হল সিএলডব্লু'র তরফে। সিএলডব্লু'র চিফ পার্সোনেল অফিসার জি শ্রীনিবাস রাও এদিন এক অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধিত করেন। কামনা করেন তাঁদের অবসর পরবর্তী জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পরিবার, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের অ্যাকাউন্টস বিভাগের প্রতিনিধিরা ছাড়াও স্থানীয় একাধিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

সিএলডব্লু-তে হেল্‌থ চেক-আপ কর্মসূচি পালন

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের ক জি হাসপাতালের উদ্যোগে বুধবার সকালে হেল্‌থ চেক-আপ কর্মসূচি পালন করেন। বাৎসরিক স্বাস্থ্য সচেতনতা পরীক্ষা কর্মসূচির অধীনে এই কর্মসূচি পালন করেন রেলকর্মীরা। রেল মন্ত্রকের নির্দেশেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সিএলডব্লু'র প্রশাসনিক অফিসপ্রাঙ্গণে এই হেল্‌থ চেক-আপ কর্মসূচিতে প্রশাসনিক অফিসে ১৫০ কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তারা রক্তের শর্করা, রক্তচাপ বৃদ্ধি ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অংশের বিভিন্ন রোগের প্রকোপের পরীক্ষা করা হয়। মূলত বেসিক হেল্‌থ চেক-আপ এই কর্মসূচির অংশ ছিল। সিএলডব্লু'র কর্মীরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

কিম জং উনের পক্ষে সরব হয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করলেন বিজয়ন

কোঝিকোর, ৪ জানুয়ারি : উত্তর কোরিয়ার একচ্ছত্র শাসক কিম জং উনের মার্কিন বিরোধী অবস্থানের পক্ষে সরব হয়ে বিতর্ক ডেকে আনলেন কেরলের বাম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কোঝিকোরে সিপিএমের জেলা কমিটির বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বিজয়ন বলেছেন, কিম এবং উত্তর কোরিয়া কীভাবে আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া চাপ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে চলেছেন। উত্তর কোরিয়া মার্কিন বিরোধী অ্যাজেন্ডা দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছে। শুধু তাই নয়, তারা নানাভাবে আমেরিকার নানা ধরনের সাম্রাজ্যবাদী কাজকেও সামাল দিচ্ছে বলে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন বিজয়ন।

বিজয়ন আরও বলেন, এখন দেখা যাচ্ছে আমেরিকাকে উপযুক্ত জবাব দিতে চিনের থেকেও অনেক বেশি কার্যকর উত্তর কোরিয়া। প্রসঙ্গত, উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিম এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ভয়ঙ্কর বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেছেন। এমনকি বৃহস্পতিবার সকালেও হোয়াইট হাউস উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অন্যদিকে মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি মাইক পেন্টস বলেছেন, আমেরিকাকে হুমকি দিয়ে থামিয়ে রাখা যাবে না। ঠিক এর একদিন আগেই ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নতুন করে হুমকি দিয়েছেন। তাঁর হাতে উত্তর কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য যে বৃহত্তর পরমাণু বোতাম রয়েছে অর্থাৎ একবার টিপলে উত্তর কোরিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। আমেরিকার এইসব হুমকির বিরুদ্ধে যেভাবে জবাব দিচ্ছেন কিম, তাকে স্বাগত জানিয়েছে সিপিএমও। গত ডিসেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির ছবি সম্বলিত পোস্টারও তারা সর্বত্র দিয়েছে। কেরলে বিজেপি এখন প্রবল সক্রিয়। তারা চেষ্টা করছে সিপিএমকে ক্ষমতা থেকে সরাতে। ফলে বিজয়নের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি।

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলা : লালুপ্রসাদের শাস্তি পিছিয়ে গেল আরও একদিন

রাঁচি, ৪ জানুয়ারি : পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত লালুপ্রসাদ যাদবকে শাস্তিদানের কাজ শুক্রবারও স্থগিত রাখল রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত। লালু যাদব এবং এই মামলায় অন্য দোষীদের কী শাস্তি দেওয়া হবে তা শুক্রবার ঘোষণা করবেন বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকরা। প্রসঙ্গত, এ নিয়ে পর পর দু'দিন পিছিয়ে গেল লালুপ্রসাদ যাদব ও আরও ১৪ জনকে শাস্তিদানের ঘোষণা।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত বুধবারও রাষ্ট্রীয় জনতা দল সুপ্রিমোর শাস্তির ঘোষণা স্থগিত রেখেছিল। কারণ হিসেবে দুই আইনজীবীর মৃত্যুতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানায় আদালত। কিন্তু লালুপ্রসাদের শাস্তি স্থগিত রাখা হলেও বুধবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারপতি লালুপুর এবং বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব সহ আরজেডি-র একাধিক শীর্ষ নেতাকে আদালত অবমাননার অভিযোগে নোটিস ধরিয়েছে। এই নেতাদের মধ্যে রয়েছেন রঘুবংশ প্রসাদ সিং এবং মনোজ ঝা। তারা পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, লালুর শাস্তি ঘোষণা নিয়ে আদালতের বিরুদ্ধে তারা একটি কথাও বলেননি। তবে কেন তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হচ্ছে? বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও লালুপ্রসাদ ও আরও ১৪ জন দোষীকে সিবিআই কী শাস্তি দেয়, তা জানতে টানটান উত্তেজনা ছিল আদালত চত্বরে। সেখানে হাজির হয়েছিলেন বিভিন্ন আদালতের বহু আইনজীবী ও আরজেডি সদস্যরা। অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন এবং বেশকিছু সাধারণ মানুষও ছিলেন। কিন্তু এদিনও রায় ঘোষণা করল না সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। বিচারক রায় ঘোষণা আরও একদিন পিছিয়ে দেন। এদিন আদালতকক্ষে এত ভিড় হয় যে, শুনানি চলার সময় বিচারক একমাত্র এই মামলার সঙ্গে জড়িত আইনজীবীরা ছাড়া আর সকলকে আদালতকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল প্রধান এবং আরও ১৪ জনকে গত ২৩ ডিসেম্বর পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সালে দেওঘরের জেলা ট্রেজারি থেকে ৮৪.৫ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত হন স্বয়ং লালুপ্রসাদ যাদব ও বিহারের আর এক মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র সহ ৬ জনকে অবশ্য সম্প্রতি মুক্তি দিয়েছে বিশেষ আদালত। সিবিআইয়ের আইনজীবী শুনানির সময় বিচারককে অভিযুক্তদের চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, যাতে কেউ কোনওদিন এ ধরনের জঘন্য অপরাধ করার চেষ্টাও না করেন। বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় বিচারক বলেন, বিহারের ভিজিল্যান্স ডিরেক্টর জেনারেল, জনতা দল (সংযুক্ত) নেতা জগদীশ শর্মা এবং বিহার পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ডি পি ওঝা এই কেলেঙ্কারির মূল নড়যন্ত্রী।

৩ জানুয়ারি কোর্ট লালুপ্রসাদ সহ পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত ১৯ জনকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বিশিষ্ট আইনজীবী বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের মৃত্যুর কারণে আদালত রায়দান স্থগিত রাখে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই মামলায় লালুর খুব বেশি শাস্তি হওয়ার কথা নয়। কারণ পশুখাদ্য কেনার নামে বিহারের ট্রেজারি থেকে ৯০০ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হলেও লালুপ্রসাদ মাত্র একটি মামলাতেই অভিযুক্ত। লালুপ্রসাদ এখন রয়েছেন রাঁচির বিরসা মুণ্ডা সেন্ট্রাল জেলে। গতকাল শাস্তি ঘোষণা মুলতবি হয়ে যাওয়ার পর লালু বলেন, এই ধর্মযুদ্ধে তিনি একা নন, সমগ্র বিহার তাঁর পাশে রয়েছে। যদিও লালুপ্রসাদ এবার জেলে যাওয়ার পর বিহারে তাঁর স্বপক্ষে তেমন কোনও স্লোগান শোনা যায়নি।

জিগীষা হত্যা মামলায় বদলে গেল শাস্তি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : জিগীষা ঘোষ হত্যা মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার দোষীদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। এই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত দোষীরা হল রবি কাপুর, অমিত শুক্লা এবং বলজিত মালিক। প্রসঙ্গত, দিল্লি হাইকোর্ট এর আগে কাপুর ও শুক্লাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং মালিককে দিয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তারা ট্রায়াল কোর্টে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানান। ট্রায়াল কোর্ট মামলাটি পাঠিয়ে দেয় হাইকোর্টে। অভিযুক্তদের এই সময় সৌম্য বিশ্বনাথন হত্যা মামলাতেও বিচার চলছিল। জিগীষা হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তি বদলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ তার পরিবার। যদিও স্তম্ভি পেল কাপুর, শুক্লা ও মালিকের পরিবারের লোকজন। প্রসঙ্গত, জিগীষা (২৮) হিউয়িট অ্যাসোসিয়েট প্রাইভেট লিমিটেডে অপারেশন ম্যানেজার ছিল। ২০০৯ সালের ১৮ মার্চ তার অফিসের গাড়ি জিগীষাকে দক্ষিণ দিল্লির বসন্তবিহারে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেয়। তখনই তাকে অপহরণ করা হয়। ওই বছরেরই ২০ মার্চ জিগীষার মৃতদেহ পাওয়া যায় হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে।

কৃষ্ণ সেজে গীতাপাঠ করা মানেই ধর্মত্যাগ নয় : আলিয়া

মিরাট, ৪ জানুয়ারি : 'দোহাই, আমাকে জোর করে রাজনীতিতে টেনে নামানোর চেষ্টা করবেন না। কৃষ্ণ সেজে গীতাপাঠ করা মানেই ধর্মত্যাগ নয়। আর ইসলাম এত সামান্য নন, যে গীতাপাঠ করলেই তাকে ত্যাগ করা যায়। শিক্ষালাভের জন্য আমি গীতা পড়েছি, জ্ঞানার্জনের জন্য আমি গীতা পড়েছি। কিন্তু ধর্মীয় কোনও উদাহরণ দেওয়ার জন্য কখনও গীতা পড়িনি। এই ঘটনা আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকেও প্রভাবিত করেনি', বলেছে আলিয়া খান।

প্রসঙ্গত, গত বছর ৩০ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশে একটি প্রতিযোগিতায় ভগবান কৃষ্ণ সেজে গীতাপাঠ করে আলিয়া সারা দেশে হইচই ফেলে দেয়। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুগ্ধ হয়ে গীতার শ্লোকগুলি আলিয়া যেভাবে পাঠ করেছে, তাতে মুগ্ধ হয়ে যোগী আদিত্যনাথ তার হাতে পুরস্কার স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন। সে সময় একটি মুসলিম মেয়ের এভাবে গীতা পাঠকে অনন্য ঘটনা হিসেবে তুলে ধরে প্রচারমাধ্যমগুলিও। এরপরই আলিয়াকে নিয়ে নানারকম গুজব রটতে থাকে প্রচারমাধ্যমে। সেইসব গুজবে কার্যত জেরবার হয়ে পড়ে আলিয়ার পরিবার। এদিকে মুসলিম মৌলবিরাও বিষয়টি ভালভাবে নেননি। একাধিক মুসলিম মৌলবি এই ঘটনার পর আলিয়ার তীব্র নিন্দা করেন এবং কৃষ্ণের পোশাক পরে গীতা পড়ার ঘটনাকে ইসলাম সম্মত নয় বলেও মন্তব্য করে।

এদিকে সম্প্রতি কিছু হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আলিয়াকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার জন্য জোর-জবরদস্তি শুরু করেছে বলে জানা গেছে। আলিয়া রাজনীতির প্রতি অনাসক্ত হলেও তাকে রাজনীতিতেই আগ্রহী করে তুলতে চান। এর পিছনে মেরুকরণের রাজনীতিও কাজ করেছে বলেও ধারণা রাজনৈতিক মহলের। কোনও কোনও রাজনৈতিক দল তাকে নিজেদের দলে টেনে সুবিধা পেতে চাইছে বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এরকম পরিস্থিতিতেই আলিয়া সব অভিযোগে জল ঢেলে দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে মোটেই ইসলামকে বর্জন করেনি। আর কৃষ্ণের পোশাক পড়ে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করা মানেই ইসলামকে ত্যাগ করা নয়।

শ্রীনগর ও লেহ'র মধ্যে সংযোগ রক্ষাকরী জোজিলা টানেল এশিয়ার দীর্ঘতম

শ্রীনগর/নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : এশিয়ার দীর্ঘতম জোজিলা পাস টানেল নির্মাণের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রসঙ্গত, এই টানেল তৈরি হলে শ্রীনগর ও লেহ'র মধ্যে যাতায়াতে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সময় কম লাগবে। এখন শ্রীনগর থেকে লেহ যেতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা। জোজিলা পাস শ্রীনগর-কারগিল-লেহ জাতীয় সড়কে ১১,৫৭৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। শীতের মরশুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই পথ পুরোপুরি বন্ধ থাকে। এর প্রধান কারণ ব্যাপক তুষারপাত। কাশ্মীর থেকে লেহ-লাদাখ অঞ্চল তুষারপাতের ফলে পুরোপুরি ঢেকে যায়। বন্ধ হয়ে যায় জোজিলা পাসও।

আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা দুই লেনের দ্বিমুখী রাস্তা জোজিলা টানেল নির্মাণ, সেখানে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা এবং টানেলটি সংরক্ষণের জন্য ছাড়পত্র দেন। প্রসঙ্গত, জোজিলা পাস টানেল তৈরি হলে শুধু শ্রীনগর থেকে লেহ্ যেতে সময় বাঁচবে তাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুবিধা হবে। প্রবল তুষারপাত বা অবিরাম বর্ষণের কারণে অনেক সময় জোজিলা পাস টানেলের সমান্তরাল এসকেপ টানেল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সেই সময় এই টানেল ব্যবহার করা যাবে। কারণ টানেলটি তৈরি করা হবে এমনভাবে যাতে সব মরশুমেই তা সংযোগ রক্ষা করতে পারে শ্রীনগর-কার্গিল এবং লেহ্'র মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশা, টানেলটি তৈরি হলে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটবে। প্রকল্পটি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ বছর। স্থির হয়েছে, নির্মাণ শুরুর দিন থেকে এই ৭ বছর সময়সীমাকে ধরা হবে। টানেলটি তৈরি করতে ব্যয় হবে ৪,৮৯৯.৪২ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে সামগ্রিক খরচ হবে ৬,৮০৮.৬৯ কোটি টাকা।

মধ্যপ্রদেশে স্বপ্নের রাস্তা তৈরি করতে চান চৌহান

ইন্দোর, ৪ জানুয়ারি : মধ্যপ্রদেশে সড়কগুলিকে আমেরিকার থেকেও মসৃণ ও উন্নতমানের তৈরি করা হবে দাবি করার পর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বললেন, সড়ক নির্মাণ নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেন, এবার তাকে বাস্তবে পরিণত করতে চান। চৌহানের দাবি, মধ্যপ্রদেশ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির জন্য সাড়া বিশ্বের নজর কেড়েছে। এবার রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নতির ক্ষেত্রেও নজর কাড়বে। ইন্দোরে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল অফ এম পি কনক্লেভ ২০১৮'তে ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। এর আগে ওয়াশিংটনে এক সভায় বলেছিলেন, আমেরিকার থেকেও অনেক সুন্দর রাস্তা তিনি তৈরি করতে চান মধ্যপ্রদেশে।

আরবে নিগৃহীতা ২ বোনের জন্য বিদেশমন্ত্রীর সাহায্য চাইলেন ফারহানা

নয়াদিল্লি/হায়দরাবাদ, ৪ জানুয়ারি : হায়দরাবাদ থেকে কাজের আশায় সৌদি আরবে গিয়েছিলেন দুই বোন রেহানা এবং নুর। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। কাজ তো সেভাবে মেলেইনি, বরং তাদের উপর চলছে নানারকম অত্যাচার। বাধ্য হয়ে তারা এখন দেশে ফেরার চেষ্টা শুরু করেছেন। কিন্তু টাকা না থাকায় দেশে ফেরাও সম্ভব হচ্ছে না।

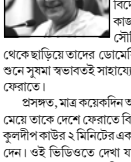

হায়দরাবাদে বোন ফারহানাকে সবকিছু জানানোর পর তিনিই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কাছে সাহায্য চান। ফারহানা বিদেশমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বিউটি পার্লারে কাজ দেওয়ার নাম করে এক এজেন্ট তাদের সৌদি আরবে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন সেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে তাদের ডোমেস্টিক হেল্প হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সব শুনে সুষমা স্বভাবতই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন রেহানা ও নুরকে দেশে ফেরাতে।

প্রসঙ্গত, মাত্র কয়েকদিন আগেই লুধিয়ানার বাসিন্দা কুলদীপ কাউরের মেয়ে তাকে দেশে ফেরাতে বিদেশমন্ত্রীর শরণাপন্ন হন। ৪৬ বছর বয়সের কুলদীপ কাউর ২ মিনিটের একটি ভিডিও লুধিয়ানায় মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ৬ মাসে সেদেশে থাকার পর কীভাবে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ওই ভিডিওতে কুলদীপ দাবি করেছেন, তাকে কার্যত ক্রীতদাসীর মতো রাখা হয়। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা কাজ করানো হয়। এক সৌদি দম্পতির বাড়িতে এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও তাকে কোনও খাবার দেন না ওই দম্পতি।

পড়ুন আর্থিক লিপি

ANDAMAN LAHSHADWEEP HARBOUR WORKS
NOTICE INVITING e-TENDERS

The Executive Engineer (Marine), ALHW, Little Andaman invites on behalf of President of India online items rate/percentage rate/ Lump Sum tenders on two/three bid system for following work(S):-

NIT No.:- EEM/LA/DB/e-T-30/2017-18
Name of Work:- Maintenance of Residential quarters of ALHW at Hut Bay in Little Andaman for a period of 01 year (2017-18).
Estimated Cost :-` 23,67,356/-
EMD :-` 47,347/-
Period of Completion :-01 (One) Year
Date of Closing :- 22.01.2018 (1500Hrs)
Date of Technical Bid Opening:-27.01.2018 (1530Hrs)
Date of Cost Bid Opening :- 02.02.2018 (1530Hrs) The tender forms and other details can be obtained from the website www.tendarwizard.com/ALHW or www.alhw.and@nic.in/

1194/18

DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
PORT BLNIR–744101

No. **M/PR-503/ Limited Tender/2015-16**/33 **Date:** 27.12.2017

e-TENDER NOTICE

The Director of Shipping Services, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair on behalf of the President of India invites e-Tender from the manufacturer/authorized dealers/Bonafide Govt. Suppliers and Stockiest for supply of the following Items for the use of this Directorate on as and when required basis for a period of one year.

Sl.No.	Brief Description of Stores	Estimate Cost	Amount of EMD
1.	Back Plane STD System PCB	₹46,00,000/-	₹92,000/-

1. Time and date of receipt of tender -upto 3.00P.M. on *05/02/2018*
2. Time and date of opening of tender 3.30 PM on *08/02/2018*

The tender document with details of stores and all stipulated terms & CQnditions is available in the e-Procurement Portal www.eproc.andaman.gov.in with Tender details as **"Tender for Back Plane STD System PCB".**

The Tender Document can be downloaded from the Portal www.eproc.andaman.gov.in. The sealed cover consisting of the EMD as mentioned above is to be addressed to "The Director, Directorate of Shipping Services, A & N Administration, Port Blair". The sealed cover can be deposited in the sealed tender box placed in the Procurement Section, Directorate of Shipping Services, Port Blair on any working day but not later than the date and time mentioned for the opening of tender.

NOTE: In case the date of submission (opening) of bid is declared to be a holiday, the date of submission (Opening) of bid will get shifted automatically to next working day at the same scheduled time. Any change in bid opening date due to any other unavoidable reason will be intimated to all the bidders separately.

The Tender is to be uploaded and submitted on the portal www.eproc.andaman.gov.in before 1500 hrs on ...05/02/2018 and the same will be opened on 08/02/2018, 15.30hrs. in presence of the tenderers if any in the Directorate of Shipping Services, Port Blair.

The Director of Shipping Services, Port Blair reserves the right to accept or reject any or all the tenders partly or fully, without assigning any reasons thereof.

1185/18

Assistant Marine Engineer
For Director of Shipping Services
Andaman & Nicobar Islands

ব্যাঙ্ককর্মীদের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে এবার ফতোয়া জারি দারুল উলুমের

লখনউ, ৪ জানুয়ারি : ব্যাঙ্কে চাকরি করে যারা অর্থ উপার্জন করেন, তাদের সেই উপার্জিত অর্থকে 'হারাম' তকমা দিয়ে ইসলামিক সেমিনারি দারুল উলুম দিওবন্দ পরিবারে বিয়ের সম্পর্ক করা এড়াতে ফতোয়া জারি করল। ব্যাঙ্কে চাকরি করে এমন পাত্র না বেছে বিয়ের সময় ধর্মীয় পরিবার খুঁজে নিতে হবে বলেও জানাল তারা। এই ঘটনার সূত্রপাত এক ব্যক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। তাঁর কাছে বিভিন্ন পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মেয়ের বাবারা কোথাও না কোথাও ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ঘটনাটি তিনি সেমিনারিকে জানান। এরপরই সেমিনারি তাকে ব্যাঙ্কে কর্মরত ব্যক্তিদের মেয়েকে বিয়ে না করার নির্দেশ দেন। সেমিনারির মতে, পরিবার 'হারাম' অর্থ উপার্জন করছে। ইসলামের মতে, এমন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ।

সেমিনারি তার ফতোয়ায় জানিয়েছে, 'ব্যাঙ্কে কর্মরত ব্যক্তিদের পরিবারে বিয়ে এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। কারণ এই বিয়ে মোটেই মাননসই হবে না। সেমিনারির দাবি, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই 'হারাম'-এর অর্থের সাহায্যে নিজেদের সম্পত্তি তৈরি করেছে, তা কখনও ভাল হতে পারে না। এর পিছনে কোনও সততাও নেই। মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলি ও চেতনাবোধকে যদি সম্মান জানাতে চায়, তবে তাদের উচিত হবে এই ধরনের বিয়ে না করা। ইসলামিক আইন বা শরিয়তে কোনও ফিজ দেওয়া বা ভাড়া হিসেবে কিছুদিনের জন্য অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামি আইনে ব্যবসার অর্থ বিনিয়োগও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ এই অর্থকেও 'হারাম' হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই অর্থ ইসলামের নীতির পরিপন্থী। সেমিনারি দাবি করেছে, কোরান থেকেই এইসব উপদেশ পাওয়া গেছে। তারপর বাস্তবেও তার ব্যবহার শুরু হয়েছে। ইসলামে অর্থের কোনও মূল্য নেই। কাজেই অর্থকে মুনাফা হিসেবেও বিক্রি করা যায় না। একমাত্র শরিয়ত মেনেই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ইসলামিক ব্যাঙ্কগুলি তবে কীভাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে সেমিনারির তরফে জানানো হয়েছে, ইসলামিক ব্যাঙ্ক কাজ করে সুদমুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। ইসলামি আইন অনুযায়ী, রিবা বা সুদ হল বাড়তি অর্থ। কিন্তু বিনিয়োগকারীর কখনও উচিত নয়, অন্যের কঠোর পরিশ্রমের মুনাফা ভোগ করা। ইসলামি দেশগুলিতেও এই নীতি অনুসৃত হয়। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে রঘুরাম রাজন তাঁর রিপোর্টে ফিনান্সিয়াল সেক্টরে ভারতে ইসলামিক ব্যাঙ্ক সাফল্যের কথা বলেন।